প্রবীন শিক্ষাবিদ বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক প্রফেসর হেলাল উদ্দীন আহমদ এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

*বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি ও প্রাবন্ধিক এবং একজন গবেষক প্রফেসর হেলালউদ্দীন আহমদ। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র হয়েও সারা জীবন বাঙলা সাহিত্যের চর্চা এবং সেবা করে আসছেন। লেখকের কণ্ঠে উচ্চারিত তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত নেপথ্য এবং তাঁর চারপাশ সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহে একদিন তার বাসভবন কুমিল্লাস্থ শাকতলার টিপু নিকুঞ্জে গিয়েছিলাম। বিদগ্ধ এই প্রবীন শিক্ষাবিদ অকপটে উচ্চারণ করলেন তাঁর জীবনের চাওয়া না পাওয়ার কথাগুলো। প্রকাশবিমুখ এই নিভৃতচারী অভিমানী লেখকের কণ্ঠে বেরিয়ে এসেছে আমাদের অনেক অজানা কথা। এই জানাটিকে **মরুপলাশ** এর সুপ্রিয় পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই বলে এ আয়োজন। আসুন বহু গ্রন্থের প্রণেতা একজন হেলালউদ্দীন আহমদকে আমরা জানার চেষ্টা করি তাঁরই মুখে উচ্চারিত শব্দমালার মাধ্যমে।*

...অনুলিখক।

*কুমিল্লার শাকতলাস্থ টিপু নিকুঞ্জে অনুলিখক বামে দেওয়ান আবদুল বাসেত এবং ডানে প্রবীন শিক্ষাবিদ কবি ও প্রাবন্ধিক **প্রফেসর হেলালউদ্দীন আহমদ।***

হেলাল উদ্দীন আহমদ

জন্মঃ ২৭-০১-১৯৩৭
পিতাঃ মুহাম্মদ দোলা মিয়া
মাতাঃ কুতুবুন্নেছা
গ্রামঃ মধ্যেরচর
ডাকঘরঃ ভৈরব
জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।

মাতৃবিয়োগঃ **১৯৫১ (মা ছিলেন কাকবন্ধ্যা)**
পিতৃবিয়োগঃ ১৯৫২ (পিতার কোন ভাই ছিলোনা)
অভিভাবকহীন কিশোরের কঠিন জীবন সংগ্রামের সূত্রপাত।

শিক্ষা জীবনঃ স্বগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ।
পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাঁশগাড়ীয়াস্থ করোনেশন এম, ই, (মিডল ইংলিশ) স্কুল থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

ম্যাট্রিকুলেশনঃ ১৯৫২ (ভৈরব কে, বি, হাই স্কুল)
আই, এ ঃ ১৯৫৬ (ভৈরব হাজী আসমত কলেজ)
বি, এ (অনার্স)ঃ ১৯৬০ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
এম, এ (ইংরেজী) ঃ ১৯৬১ (ঐ)

ছাত্র জীবনে পুরস্কার প্রাপ্তি ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের বার্ষিক মিলাদ মাহফিল উপলক্ষ্যে ইংরেজী রচনা প্রতিযোগিতা - ১৯৫৯।
বিষয় ঃ ***Islam A Religion of Peace*** ঃ প্রথম পুরস্কার।
হলের মসজিদে শ্রোতৃমন্ডলীর উপস্থিতিতে প্রবন্ধটি পাঠ করার সময় পাশে উপবিষ্ট ছিলেন প্রধান অতিথি জ্ঞান তাপস ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং হলের প্রভোষ্ট ডঃ মযহারুল হক। প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হলে ড. শহীদুল্লাহ্ উচ্চারণ করেছিলেন "মারহাবা"। পরে তখনকার প্রভাবশালী ইংরেজী দৈনিক ***The Morning News*** পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিলো।

কর্মজীবনঃ
* ১৯৬৪ সালের ৫ আগষ্টের পূর্ব পর্যন্ত দু'তিনটি কলেজে চাকরি। ১৯৬৪ সালের ৫ আগষ্টে চাঁদপুর কলেজে যোগদান। **The Chandpur College Round up** বুলেটিন এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন (০৫-৮-১৯৬৪ থেকে ২৫-৯-১৯৬৫)

* ১৯৬৪ সালের ৬ ডিসেম্বর চাঁদপুর কলেজে **Role of Literature in promoting world peace** বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামে একটি অত্যন্ত মননশীল প্রবন্ধ পাঠ। অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন (অঃ) করিম উদ্দিন আহমেদ এবং বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকগন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

* ১৯৬৮ সালে 'মোহনা' নামে একটি উন্নত মানের সাহিত্য সংকলন প্রকাশ। এটির নামকরণ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। যাঁদের লিখা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ড.

আনিসুজ্জামান, ড. মোঃ মনিরুজ্জামান ও মিন্নাত আলী।

* ১৯৬৮ সালের ২৬শে এপ্রিল চাঁদপুর মহিলা কলেজে বিখ্যাত দার্শনিক ড. মোঃ ইকবালের উপর অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামে
Thoughts on Iqbal শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ।

* ১৯৬৯ সাল থেকে পরবর্তী দু'তিন বছর চাঁদপুর অংকুর কচি কাঁচার মেলার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন।

* ১৯৭৩ সালের আগষ্ট মাসে চাঁদপুরে আমার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন সুরুচি সংঘ। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আমি এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কাজী আকবর হোসেন। ১৯৮১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এ সংগঠনের মাধ্যমে বেশ কিছু সংখ্যক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনটির মুখপত্রের নাম ছিলো *'মোহনা'* ।

* ১৯৭৪ সালে চাঁদপুরে মেঘনা মুকুল ফৌজের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন।

* ১৯৭৬ সালের ২০ জুন চাঁদপুর রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত রোটারিয়ানদের সভায় ***"Influence of English Literature on the Bengali Writers"*** শীর্ষক বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান।

* ১৯৭৮ সালে (১৯৭৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় আমার জ্যেষ্ঠ ছেলে মুহাম্মদ হাসান শহীদ হিলালী (টিপু) মৃত্যু বরণ করে) টিপুর স্মৃতি রক্ষার্থে এবং আমার স্বগ্রামের জনগনের উপকারার্থে আমার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় *মধ্যেরচর টিপু স্মৃতি শিশু কিশোর লাইব্রেরি।* পরবর্তীতে নামকরণ করা হয় *টিপু স্মৃতি ইসলামি লাইব্রেরী*। ১৯৮৪ সালে চূড়ান্তভাবে নামকরণ করা হয় *মধ্যেরচর টিপু স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরী*। প্রতিষ্ঠানটি ভৈরব উপজেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছিল। লাইব্রেরীটির রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় ২০০০ সালে সেটিকে শিমুলকান্দি মহাবিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯৭৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারীর ৩ তারিখ পর্যন্ত জাসদ নেতা আবদুল্লাহ সরকারের অনুরোধে জাসদ চাঁদপুর জেলা শাখা কর্তৃক বিভিন্ন গ্রামে আয়োজিত জনসভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার।

* ১৯৭৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চাঁদপুরে আমার সভাপতিত্বে *উল্লাস সাহিত্য চক্র* গঠিত হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ছিলাম আমি। অধ্যাপক জাকির হোসেন মজুমদার ছিলেন সহ-সভাপতি। সংগঠনের মুখপত্র *উল্লাস* এর সম্পাদক ছিলো আক্তার হোসেন নামের এক তরুণ ছাত্র। সেই সংগঠনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত সবাই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে ওঠেছিলেন।

* ১৯৮১ সালের ১৩ মার্চ চাঁদপুর টাউন হলে সুরুচী সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত বিশিষ্ট চারণ কবি শামছুল হক মোল্লার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করি। (যাকে আমি আবিস্কার করি চাঁদপুরের একটি ছাপাখানায় কলেজ ম্যাগাজিনের কাজ তদারকি করতে গিয়ে। যেখানে এ কবি মেঝেতে একটি ময়লা কাগজের উপর বসে কবিতা লিখছিলেন অত্যন্ত আলুথালু বেশে) সে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ এ, ডব্লিউ, তোয়াহা মিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি আসাদ চৌধুরী। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক সৈয়দ আবদুস সাত্তার, সৈয়দ আবুল মকসুদ ও শান্তনু কায়সার।

১৯৮১ সালের প্রথম দিকেই চাঁদপুরে আর একটি বিশেষ তরুণ প্রতিভার আমি আবিস্কারক। যদিও চাঁদপুরবাসীদেরই দায়িত্ব ছিলো এমন প্রতিভাকে খুঁজে বের করা বা তার লালন-পালন করা। সেই তরুণ প্রতিভাটি ছিলো আমার চাঁদপুর কলেজের শেষ লগ্নের আবিস্কার। স্নাতন শ্রেণীতে অধ্যয়নরত সেই ছাত্র। সে এক মজার কাহিনী। কলেজ ম্যাগাজিন বেরুবে। তার সম্পাদক আমি। লেখা জমা দেবার তারিখও শেষ। আমি তখন ইংরেজী বিভাগের প্রধান হিসেবে চাঁদপুর কলেজে দায়িত্ব পালন করছি। একদিন এক হেমন্তের সকালে সবেমাত্র কলেজে এসে টিচার্স রুমে বসেছি। একজন তরুণ এসে আমাকে বিনীতভাবে সালাম দিয়ে বললো- স্যার যদি আমাকে পাঁচটি মিনিট সময় দেন তাহলে দু'চারটি কথা বলতে পারি।
আমি একটু বিস্মিত হয়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। (বিস্মিত হবার একটি প্রধান কারণ তখন সে কলেজে কেন জানি না কোন ছাত্র-ছাত্রী আমার কাছে খুব একটা আসতো না। সবাই একটু দুরে দুরে থাকতো। আমি আমার সহকর্মীদের কাছে শোনেছি তার কারণ- একেতো আমি প্রাইভেট টিউশানীর বিরুদ্ধে ছিলাম। আমার বন্ধুরা যারা প্রাইভেট ট্যুশানি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তাদের বিরুদ্ধেও মাঝেমধ্যে লিখতাম। অপরদিকে আমি

নাকি এক ভয়ঙ্কর মুড নিয়ে চলতাম।) ছেলেটিকে বললাম তোমার কোন কোন ক্লাশ আজ অফ আছে?... তা জানার পর তাকে সে অনুযায়ী বললাম- সে সময়ে আমারও অফ আছে। তুমি আমার রুমে চলে এসো। তখন তোমার যত কথা আছে সবই শুনবো।

সে এলো। জানলাম তার সব কিছু। তখনই তার অনেক লেখা ঢাকার বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও মাসিক ম্যাগাজিন এবং কয়েকটি দৈনিকেও প্রকাশিত হয়েছে। মানে সে স্কুল কিংবা কলেজ ম্যাগাজিনের গন্ডি পেরিয়ে বহুদূর তখন এগিয়ে গিয়েছে। আমি সবচে’ বেশী মুগ্ধ হলাম সে যখন মাত্র দেড় পৃষ্ঠার হাতে লেখা একটি গল্প আমাকে দিলো কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্যে। আমি গল্পটি এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম। জানতে চাইলাম তার কাছে- এ গল্পটি কবে লিখেছো। সে জানালো- আজই কিছুক্ষণ আগে কলেজ ক্যাপেটেরিয়ায় বসে। লেখাটির জন্য মতামত দিলাম যে সুন্দর হয়েছে। তবে তাকে বললাম- কলেজ ম্যাগাজিনের জন্যে লেখা জমা দেবার তারিখ শেষ হয়েছে সত্য কিন্তু তোমার জন্যে এখনও আছে। তুমি কাল বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তোমার কিছু লেখার কাটিং নিয়ে আসবে।

পরদিন তার প্রকাশিত লেখাগুলো দেখে আমি মুগ্ধ-বিস্মিত হলাম, সে তরুণ বয়সেই তার লেখায় শিল্পবোধ দেখে। তবে কোন কোন লেখায় ছিলো প্রচন্ড আবেগের জোয়ার। সে বয়সে আবেগের জোয়ার থাকাই স্বাভাবিক। আর যদি তা সৃষ্টিশীল কাজে লাগানো যায়। সেই তরুণ ছাত্রের একটি কবিতা আমি বেছে নিলাম। যা ইতিপূর্বে ঢাকার মাসিক ***‘উপছায়া’*** সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সেই কবিতাটিই পুনঃপ্রকাশের জন্যে দিলাম কলেজ ম্যাগাজিনে। চাঁদপুর সরকারী কলেজে সেটাই ছিলো আমার সম্পাদনায় শেষ ম্যাগাজিন।

ঠিক এ সময়েই সম্পুর্ণ আমার তত্ত্বাবধানে সে তরুণের লেখা তিনটি নাটক (*ক্ষিপ্ত প্রতিশোধ, অতীত কথা বলে* এবং শিশুতোষ নাটক *ঝরামুকুল*) চাঁদপুর টাউনহলে মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করি। দর্শক এবং সুধীমহল থেকে যে নাটকগুলো ব্যপক সাড়া পাওয়া গিয়েছিলো।

এবার সেই তরুণের পরিচয়টা একটু তুলে ধরি -সে আশির দশকের একজন প্রতিষ্ঠিত ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত। যার বাড়ি চাঁদপুর শহরের পুর্ব পার্শ্বেই। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের সবচে’ বর্ষীয়ান বাঙলা প্রকাশনা (যা গত ১৭ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে সম্পাদকের একার প্রচেষ্টায়, রিয়াদ, সউদী আরব থেকে) মাসিক সাহিত্যপত্র *‘মরুপলাশ’* এবং সাহিত্যপত্র *‘রূপসী চাঁদপুর’* এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তার প্রকাশিত ৮/১০টি ছড়াগ্রন্থ এবং দুটো সাহিত্যপত্রই বর্তমানে ইন্টারনেটে রয়েছে। সে গত একুশ বছর ধরে সউদী প্রবাসী। প্রথমদিকে কিছুকাল পরিবারহীন হলেও তারপর থেকে সে সপরিবারেই রিয়াদে আছে। বর্হিবিশ্বে সে বিভিন্ন বাঙলা প্রকাশনার মাধ্যমে দেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল করছে। বিশেষ করে চাঁদপুরের মুখতো অবশ্যই বেশী বেশী উজ্জ্বল হচ্ছে। তাকে নিয়ে অবশ্যই আমরা গর্ব করতে পারি।

১৯৮৯ সালের ১৩ এপ্রিল রমজানের মধ্যে (তখন সে ছুটিতে স্বদেশে) কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে তার সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিলাম। যে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ড. আবদুল কাদের। বিশেষ অতিথিরা ছিলেন ড. জয়নাল আবেদিন, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক শান্তনু কায়সার, অধ্যাপক শান্তি রঞ্জন ভৌমিক এবং অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করি আমি স্বয়ং।

তখনও চাঁদপুরের লোকজন দেওয়ান বাসেতকে জানে না। আমার মনে হচ্ছে এখনও তারা কেউ জানে না চাঁদপুরের যে একজন বিশিষ্ট ছড়াকার রয়েছে। এবং তারা জানে না সউদী আরব থেকে *রূপসী চাঁদপুর* নামে একটি দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচেছ। এবং তা এই নিভৃতচারী ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেতেরই সম্পাদনায়। তিনি অতি গৌরবের সাথে চাঁদপুর জেলাকে বর্হিবিশ্বে তুলে ধরছেন। যেমন তিনি *মরুপলাশ* গাটের পয়সা দিয়ে গত সতের বছর ধরে প্রকাশ করে বর্হিবিশ্বে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সেবা করে আসছেন। প্রবাসে লেখক সৃষ্টি করে এক পবিত্র দায়িত্বও পালন করছেন। তেমনি *রূপসী চাঁদপুর* ও তারই অর্থায়নে প্রকাশিত হচ্ছে গত তিন / চার বছর ধরে।

এবং আমি এখনও বিশ্বাস করি চাঁদপুরের লোকজন গভীর ঘুমে অচেতন। তারা আজও জানে না চাঁদপুরের অদুরে বাকিলায় বাঙলার বিশিষ্ট চারণ কবি শামছুল হক মোল্লা নামে একজন বয়োবৃদ্ধ অথচ তারুণ্যদীপ্ত কবি রয়েছেন! যাঁকেও আমি আবিস্কার করেছিলাম। তুলে ধরেছিলাম আমার বিভিন্ন লেখায়। চাঁদপুরের মানুষের ঘুম কবে ভাঙ্গাবে? তবে মনে হয় একদিন তা ভাঙবে। সেদিনের প্রত্যাশায় থাকলাম। হয়তোবা তা আমার দেখে যাবার সৌভাগ্য না ও হতে পারে। কেননা বয়সতো

আর কম হলো না। সেই জানুয়ারী ১৯৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেছি।

* ১৯৮২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে যোগদান করি। তখন শুক্রবার সকালে ক্লাশ হতো।

* ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে বিস্ফোরণ সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠা হয় কুমিল্লায় আমারই উদ্যোগে। তার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কুমিল্লা জেলা শাখার উপ-পরিচালক কবি আতাউল হক, সহ-সভাপতি ডাঃ মনির উদ্দিন আহমদ। সম্পাদক অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন আহমদ, সহকারী সম্পাদক অধ্যাপিকা রাজিয়া সুলতানা। মার্চ মাসে সংসদের মুখপত্র *'বিস্ফোরণ'* সাহিত্য সংকলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনটি সংখ্যা বেরুবার পর সংগঠনের কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে যায়।

* ১৯৮৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৭ সালের সমাপ্তি পর্যন্ত সউদী আরবের রাজধানী রিয়াদ থেকে বিশিষ্ট ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত এর সম্পাদনায় প্রকাশিত *'মরুপলাশ'* সাহিত্য পত্রিকার প্রধান সম্পাদক (সম্মান সূচক পদ)। ১৯৮৯ সালের ১লা এপ্রিল বিটিভির শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক *প্রচ্ছদ* নামক অনুষ্ঠানে কবি আসাদ চৌধুরী *মরুপলাশ* সম্পাদকের সাড়ে চার মিনিটের একটি সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। বর্তমানে *মরুপলাশ* এর প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে পত্রিকাটিতে আমার নাম প্রিন্টার্স লাইনে রয়েছে। পত্রিকাটি নিয়মিত আজও প্রিন্ট ইয়্যু প্রকাশিত হচ্ছে এবং ওয়েব সাইটেও রয়েছে। বর্তমানে পত্রিকাটি সরাসরি নিজ নামেই ইন্টারনেট পত্রিকা। *ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডট মরুপলাশ ডট কম* এখন সুবিধা হচ্ছে পুরো পৃথিবীর বাংলাভাষাভাষীরা মরুপলাশ পত্রিকাটি সহজে পড়তে পারছে। আমিও দেশে বসে পড়তে পারছি।

* ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসের ১০ তারিখে চাঁদপুর অংকুর কচি কাঁচার মেলার ৩০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে চাঁদপুর কলেজের গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত সভায় অংকুর কচি কাঁচার মেলার প্রাক্তন পরিচালক হিসেবে দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল। সভাপতিত্ব করেন রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই)।

* ১৯৮৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী সাহিত্য পরিষদ কুমিল্লার উদ্যোগে কুমিল্লা সরকারী মহিলা কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামে মহান *'একুশের প্রেক্ষাপটে স্বদেশ ভাবনা'* শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক আবদুস সালাম। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপিকা লায়লা নূর। অধ্যাপক আমীর আলী চৌধুরী, ড. জয়নাল আবেদীন ও অধ্যাপিকা সায়েরা বেগম।

* ১৯৮৯ সালের ১৪ মার্চ সাহিত্য পরিষদ কুমিল্লার উদ্যোগে নোবেল বিজয়ী ইংরেজ কবি টি, এস এলিয়টের উপর অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামে কবির জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি উপাধ্যক্ষ মোঃ ফজলুর রহমান। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন পরিষদের সম্পাদক শান্তনু কায়সার ও অধ্যাপক আবদুল মান্নান (ইংরেজী বিভাগ, ভিক্টোরিয়া কলেজ)।

* ১৯৮৯ সালের ১৩ এপ্রিল ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষক মিলনায়তনে (উচ্চ মাধ্যমিক শাখা) কবি হেলাল উদ্দিন পাটোয়ারীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট ছড়কার ও *মরুপলাশ* সম্পাদক দেওয়ান আবদুল বাসেত এর সংবর্ধনা সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ ড. মোঃ আবদুল কাদের। আলোচনায় অংশ নেন শান্তনু কায়সার, ড. মোঃ জয়নাল আবেদীন ও অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন ভৌমিক।

* ১৯৮৯ সালের ১২ অক্টোবর কুমিল্লা সরকারী মহিলা কলেজ মিলনায়তনে চন্দ্রজ্যোতি সাহিত্যচক্রের উদ্যেগে পশ্চিম রঙ্গোঁর প্রখ্যাত লালন গবেষক ড. তৃপ্তি ব্রহ্মকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আমানুল্লাহ কবীর। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সৈয়দ আবুল মকসুদ ও শান্তনু কায়সার। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন হেলালউদ্দিন পাটোয়ারী। সামনের দর্শক সারিতে ছিলেন ঢাকা হতে আগত ছড়াকার আশরাফুল মান্নান, রিয়াদ থেকে প্রকাশিত *মরুপলাশ* সম্পাদক ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত।

*১৯৯৬ সালের ৭ মে তারিখে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও লেখক কমরেড রেবতী মোহন বর্মনের ৪৪ তম মৃত্য বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রধান বক্তার ভাষন দান। শান্তনু কায়সারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপিকা স্বপ্না রায়, সাঈদা আফরোজা লুনা ও মামুন।

* ১৯৯৬ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে বাংলাদেশ মানবাধিকার ফাউন্ডেশন কুমিল্লা শাখার উদ্যোগে কুচাইতলী গ্রামের সাহেব বাড়িস্থ ফাউন্ডেশন

কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বেগম লুৎফুন্নেছা।

* ১৯৯৭ সালের ২০ মে তারিখে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কার্যালয়ে চারণ কবি মুকুন্দ দাসের ৬৩ তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তৃতা প্রদান। কেন্দ্রের আহ্বায়কের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আরো বক্তৃতা করেন অধ্যক্ষ সুবীর কুমার চক্রবর্তী, শান্তনু কায়সার এবং মামুন।

* ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত ও সাহিত্যানুরাগী তরুণ মাহবুবুর রহমান বাবুর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘বইপত্র গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স’। আমাকে প্রকাশনা সংস্থার পরিচালক মন্ডলীর চেয়ারম্যান এবং ‘বইপত্র’ নামক প্রকাশনা বিষয়ক ম্যাগাজিনের উপদেষ্টা নির্বাচিত করা হয়।

কুমিল্লার টিপু নিকুঞ্জে বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ কবি মাইকেল মুধুসুদন দত্তের সৃষ্টি নিয়ে গবেষনাকারী বাংলাপ্রেমিক এক বৃটিশ লেখক গবেষক ড. উইলিয়াম রাদিচের সঙ্গে লুঙ্গি পরিহিত বাংলাদেশের এক লেখক হেলালউদ্দীন আহমদ ডানে।

* ১৯৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে আমার আমন্ত্রণে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ***SOAS... (School of Oriental & African Studies)*** .এর দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের বাংলার সিনিয়র লেকচারার ড. উইলিয়াম রাদিচের কুমিল্লায় আগমন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অলক্ত সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে সংগঠনের সম্পাদক তিতাশ চৌধুরীর সভাপতিত্বে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষক মিলনায়তনে (উচ্চ মাধ্যমিক শাখা)। অনুষ্ঠানে পরিচিতিমুলক স্বাগত ভাষণ প্রদান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ আমীর আলী চৌধুরী ও অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাথেরো।

প্রকাশিত গ্রন্থরাজিঃ

** ***বিদেশী মনীষীদের রবীন্দ্র চর্চা (অনুবাদ) একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৯২।***

** ***শোষিত জনতার সান্নিধ্যে (প্রবন্ধ) ১ মে ১৯৯৮।***

** ***বিন্দুতে সিন্ধু (চতুষ্পদী কবিতা সংকলন) ১ অক্টোবর ১৯৯৮।***

** ***জগাখিচুড়ি (প্রবন্ধ) জানুয়ারী ২০০১।***

** ***শকুনের উত্তরাধিকারী (প্রবন্ধ) ৫ আগস্ট ২০০২।***

** ***সাহিত্য সৌরভ*** (কবি সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগীদের দ্বিভাষিক পত্রাবলী) সম্পাদিত গ্রন্থ। যা মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত এবং মধ্যপ্রাচ্যের জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্যের ওয়েব-সাইট আনোয়ার হোসেন শিপন কর্তৃক বর্তমানে ইন্টারনেট এডিশনে রয়েছে। **Website** এর ঠিকানায় **www.marupalash.com** ক্লিক করে যেখানে **মরুপলাশ পাঠাগার** লেখা সেখানে ক্লিক করুন। পশ্চিমা বিশ্বের সবচে’ আলোচিত বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিন *ভিন্নমত* ও সদালাপ তা পুণঃপ্রকাশিত হয়েছে।

প্রবন্ধ (ইংরেজী)

* William Radice: A lover of Bengali Language and Literature
The Independent, Dhaka
* Radice’s passionate interest in Tagore and Madhusudan
The Independent, Dhaka
* Profile of a foreign lover of Bengali Language and Literature
The Sunday Paper, Dhaka
* Abul Hasan: A poet of Sadness
The Independent, Dhaka
* Intellect and Passion in Donne
লিংক বাংলা (দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা) ঢাকা।
* Donne: His Love poems
লিংক বাংলা (দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা) ঢাকা।

পুস্তক পর্যালোচনা (ইংরেজীতে)ঃ

*এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ গ্রন্থ)
তিতাশ চৌধুরী
..... The Bangladesh Times, Dhaka

*মনোভূমি মরুতৃ (প্রবন্ধ গ্রন্থ) লুবনা জাহান
.....The Bangladesh Times, Dhaka
*অথচ পবিত্র (উপন্যাস) শিরিন মজিদ
.....The Bangladesh Times, Dhaka
*মুরারিচাঁদ কলেজের ইতিকথা– মোঃ আবদুল আজিজ / লিংক বাংলা (দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা) ঢাকা।

পুস্তক পর্যালোচনা (বাংলায়)

* দুঃস্বপ্নের রাজকুমারী (কাব্যগ্রন্থ) – তিতাস চৌধুরী
প্রকাশিত– মোহনা, চাঁদপুর।
* উলিয়াম রাদিচের **.....Teach Yourself Bengali.....**
লিংক বাংলা (দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা) ঢাকা।
* শফিক আলম মেহেদী এর চারটি বই
খবরের কাগজ, ঢাকা।
* শেকসপীয়ার– রাসেল আহমেদ
লিংক বাংলা (দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা) ঢাকা।

নেগেটিভ পজিটিভ – নবাব উদ্দিন
লিংক বাংলা (দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা) ঢাকা।
বাংলার ইসলামী সংস্কৃতি – ড. তৃপ্তি ব্রহ্ম
লিংক বাংলা (দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা) ঢাকা।
*অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় – আসাদুজ্জামান
লিংক বাংলা (দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা) ঢাকা।
**** উইলিয়াম রাদিচে র চারটি বক্তৃতা..***
জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ‘মাসিক বই’ ঢাকা

*বইপত্র গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স এর মুখপত্র ‘বইপত্র’ ম্যাগাজিনের উপদেষ্টা সম্পাদক।
*৩০ শে ডিসেম্বর ২০০১ সালে বইপত্র গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স এর উদ্যোগে ঢাকার মতিঝিলস্থ সেনাকল্যান ভবনের কনফারেন্স রুমে কিছু সংখ্যক গুনী ব্যক্তিদের সঙ্গে আমাকেও সংবর্ধনা জানানো হয়।
* অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমদ
বাংলা একাডেমীর সম্মানিত সদস্য।

উল্লেখ্য সুখের কথা প্রফেসর হেলালউদ্দিন আহমদ এখন নিজেই লিখছেন আত্মজীবনী– ‘কাঁটাকুঞ্জে বিক্ষত জীবন’ । সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে তার প্রথম খন্ড। মরুপলাশ এর পক্ষ থেকে আমরা সহসাই প্রকাশ করবো ওনার লেখা ‘কাঁটাকুঞ্জে বিক্ষত জীবন’ এর প্রথম পর্ব।

অনুলিখন – দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ, রুপসী চাঁদপুর
রিয়াদ, সউদী আরব।
তারিখঃ জুলাই০৫ইং
আষাঢ় ১৪১২বাঙলা

E-mail: marupalash@yahoo.com
Website: www.marupalash.com